তারিখ : 25 NOV 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিশুবান্ধব পরীক্ষা কেন্দ্র ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন

মো. ইউনুছ আলী

প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষা চলছে। এবারের পিইসি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে ২৮ লাখের বেশি শিক্ষার্থী। এর মধ্যে ১৩ লাখ এবং ১৫ লাখ ছাত্রী। ইবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে দুই লাখ ৯১ হাজার শিক্ষার্থী। প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি মিলিয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে প্রায় ৩১ লাখ। গত বছর পিইসি ও ইবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষায় ৩২ লাখ ২২ হাজার শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছিল।

আমরা জানি, ২০১০ সালে প্রণীত শিক্ষানীতির আলোকে প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত নির্ধারিত হয়েছে। কিন্তু অবকাঠামোগত অসুবিধাসহ বেশ ক'টি অসুবিধার কারণে তা বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফলে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণি মিলিয়ে দু'দুটি পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হচ্ছে আমাদের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের। প্রচণ্ড স্নায়বিক চাপ থেকে আমাদের কঁচিকাচাদের উদ্ধারের স্বার্থে যত দ্রুত সম্ভব শিক্ষানীতির আলোকে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীতকরণ ও একটিমাত্র সমাপনী পরীক্ষার ব্যবস্থাকরণ সময়ের অপরিহার্য দাবি।

গত বছর একটি পরীক্ষা কেন্দ্রে কক্ষ পরিদর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে শিশু শিক্ষার্থীদের অকৃত্রিম সরলতা দেখে আমার দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন হয়েছে। ওরা কঠোরতা নয়; সরলতা চায়। অসহযোগিতা নয়; সহযোগিতা চায়। এই বয়সী শিশুদের পড়ে গত বছরের তুলনায় এ বছর টুকটাক সহযোগিতা করা অনুচিতও নয়। পরীক্ষার হলে আমরা বাচ্চাদের অসদুপায় অবলম্বনের দীক্ষা দেব, বরং পরীক্ষার হলে বাচ্চাদের স্নায়বিক চাপে সমব্যথী হওয়া ও জটিল-কঠিন প্রশ্নগুলো বুঝিয়ে দেওয়ার মধ্যেই আমাদের সহযোগিতা সীমাবদ্ধ থাকবে। যাতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির আগেই যেন আমাদের শিক্ষার্থীরা ঝরে না যায়।

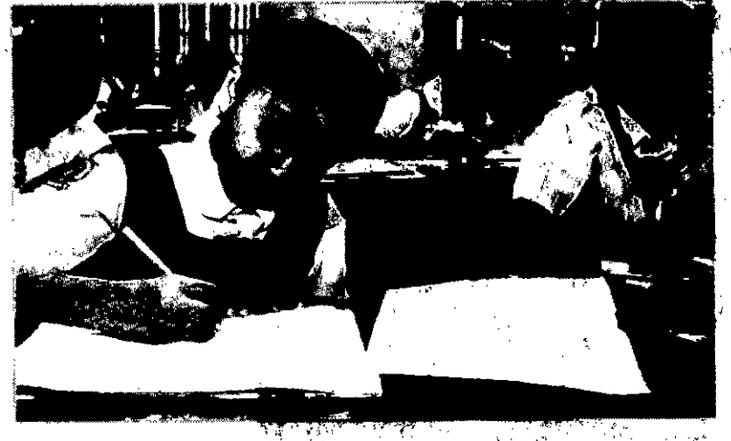

লক্ষাধিক শিশু কমে যাওয়ার বিষয়টি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। গত বছরগুলোতে উত্তরপত্র মূল্যায়নেও বিভিন্ন অসঙ্গতি লক্ষ্য করা গেছে। পরীক্ষক, নিরীক্ষক এবং প্রধান পরীক্ষকের সমন্বয়েই উত্তরপত্র মূল্যায়নের কাজ সম্পন্ন হয়। সুষ্ঠু উত্তরপত্র মূল্যায়নের বিষয়টি পরীক্ষকের আন্তরিকতার ওপর নির্ভরশীল। তারাই শিক্ষার্থীদের উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে থাকেন। নিরীক্ষক শুধু পরীক্ষকপ্রদত্ত নম্বর যোগ করে নম্বর প্রদানের সঠিকতা যাচাই করেন এবং প্রধান পরীক্ষক ৫ শতাংশ উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়ন ও স্বাক্ষর প্রদান করেন। এমতাবস্থায় পরীক্ষক যদি ঠাণ্ডা মাথায় উত্তরপত্র মূল্যায়নে ব্যর্থ হন, তাহলে একজন শিশু শিক্ষার্থীর সর্বনাশ ঘটে যেতে পারে। এতে করে অনেক মেধাবী শিক্ষার্থীর নামও ফেলের তালিকায় চলে আসতে পারে। এমনিভাবে অপেক্ষাকৃত কম মেধাবী শিক্ষার্থীও পেয়ে যেতে পারে 'এ প্লাস'!

২০০টি উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য একজন পরীক্ষককে যে সময়টুকু দেওয়া হয়, তা উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠার মহাযজ্ঞ সম্পাদনেই ফুরিয়ে যায়; ভেতরটা ভালোমতো দেখার সুযোগ মেলে না। সুতরাং উত্তরপত্র মূল্যায়নের স্বার্থে একজন পরীক্ষককে আরও কিছু সময় দেওয়া দরকার বলে মনে করি।

প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত), কামালপুর
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঝিকিগঞ্জ